সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২১৫
WEEKLY BOOKLET-225

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত"র একটি অংশ

খাওয়ার পাঁচটি সুন্নাত

দাঁড়িয়ে খাওয়া কেমন?
স্বপ্নযোগে মাদী ঘোড়া তুহফা
আপনিতো মাঝখান থেকে খান না?
ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে মুক্তিলাভ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু "ফয়যানে সুন্নাত"র ১৬৮-১৮৫ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে

খাওয়ার পাঁচটি সুন্নাত

আত্তারের দোয়া:

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে এই **"খাওয়ার পাঁচটি সুন্নাত"** পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে পানাহার, শয়ন ও জাগরণ ইত্যাদি প্রত্যেক কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করার সামর্থ্য দান করো, আর তাকে মৃত্যুর সময় আপন প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য করে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ দ্বারা সে ধন্য হবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ২৯, ১/ ২৬১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বসার একটি সুন্নাত

খাবার খাওয়ার জন্য বসার একটি সুন্নাত হলো, ডান হাঁটু দাঁড় করিয়ে ও বাম পা বিছিয়ে সেটার উপর বসে পড়বেন। তবে বসার আরো একটি সুন্নাত রয়েছে। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে শুকনো (এক প্রকার) খেজুর খেতে দেখেছি আর হুযূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তখন জমিনের সাথে লেগে এভাবে বসেছেন যে, উভয় হাঁটু দাঁড় করানো অবস্থায় ছিলো। (সহীহ মুসলিম, ১১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৪৪)

হাঁটু দাঁড় করিয়ে খাওয়ার উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় হাঁটু দাঁড় করিয়ে জমিনের সাথে পাছা লাগিয়ে খাওয়াতে প্রয়োজন মোতাবেক খাবারই পাকস্থলীতে যায়, যে কারণে রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়। এক পা দাঁড় করিয়ে ও অন্যটা বিছিয়ে খাওয়ার বরকতে প্লীহার রোগসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ও রানের পাট্টাগুলো মজবুত হয়। বলা হয়ে থাকে, চার জানু হয়ে বসে খাওয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তির মেদ বাড়ে ও পেট বের হয়ে যায়। এছাড়া চার জানু হয়ে বসে খাওয়াতে শূল বেদনা (বড় অন্ত্র বা ভূড়ির ব্যথা) হওয়ারও আশংকা থাকে। এক

www.dawateislami.net

ব্যক্তি বলেন: আমি এক ইংরেজকে দেখলাম; উভয় হাঁটু দাঁড় করিয়ে জমিনের উপর পাছা লাগিয়ে বসে খাচ্ছিল। আমি অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তৎক্ষণাৎ তার বেরিয়ে যাওয়া পেটের উপর হাত মেরে বলতে লাগল, "এটাকে ভেতরে নেয়ার জন্য।"

খাবার ও পর্দার মধ্যে পর্দা

খাবার সময় সুন্নাত অনুযায়ী বসা ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের উচিত যে, হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ভালভাবে পর্দার মধ্যে পর্দা করে নেয়া। যদি জামার আঁচল বড় থাকে তবে সেটাকেই ভালোভাবে বিস্তৃত করে দিন। পর্দার মধ্যে পর্দা না করাতে সামনে বসা লোকদের জন্য অনেক সময় চোখের হিফাযত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। একাকী অবস্থায়ও পর্দার মধ্যে পর্দা করা উচিত। কেননা লজ্জা করার ক্ষেত্রে বান্দার পক্ষ থেকে **আল্লাহ্‌রই** সবচেয়ে বেশি হক রয়েছে। **আল্লাহ পাকের** কাছ থেকে লজ্জা করছি এ নিয়্যত করে নিলে তবে اِنْ شَآءَ الله এজন্য অসংখ্য সাওয়াব পাবেন আর অন্যদের উপস্থিতিতে পর্দার মধ্যে পর্দা করার সময় এ নিয়্যতও করা যায় যে, মুসলমানদের জন্য কুদৃষ্টির মাধ্যম দূর করছি। প্রতিটি কাজে

www.dawateislami.net

যতটুকু সম্ভব ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া উচিত। ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে সাওয়াবও তত বেশী লাভ হবে। **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।"

(মু'জম কাবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৪২)

চেয়ার টেবিলে খাওয়া

আলা হযরত মওলানা ইমাম আহমাদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "জুতা পরিধান করে খাবার খাওয়া যদি এই অপরাগতার কারণে হয় যে, জমিনের উপর বসেছে অথচ বিছানা (অর্থাৎ মোটা কার্পেট ইত্যাদি) নেই তবে তো একটি সুন্নাতে মুস্তাহাব্বার পরিত্যাগ করা হলো। এজন্য উত্তম এটাই ছিলো যে, জুতা খুলে নেয়া। আর টেবিলে খাবার (রাখা হয়েছে) এবং এ ব্যক্তি চেয়ারে জুতা পরিহিত অবস্থায় বসে, তাহলে (এটা) খ্রীষ্টানের বিশেষ পদ্ধতি, এ থেকে দূরে থাকুন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। **(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৩১)**

www.dawateislami.net

"বিয়ে ঘর" ধ্বংসের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অনুসরণ করা হচ্ছে। বিয়ে নিঃসন্দেহে প্রিয় সুন্নাত, কিন্তু আফসোস হচ্ছে, এ মহান সুন্নাত আদায়ে অন্যান্য পবিত্র সুন্নাত বরং বিভিন্ন ফরয পর্যন্ত হত্যা করা হচ্ছে! গান-বাজনা, সিনেমা, নাটক, ভেরাইটি অনুষ্ঠান ও জানিনা আরো কত কি কি অশ্লীল কার্যকলাপ হয়ে থাকে, এমনকি ঘরের মহিলারা ঢোল বাজায়, **আল্লাহ্‌র** পানাহ্ মহিলারা নেচে নেচে গানও পরিবেশন করে। মোটকথা; এমন কোন অবৈধ কাজ অবশিষ্ট নেই যা আজকাল আমাদের এখানে বিয়েতে করা হয় না? **আল্লাহ্** পানাহ! বর বিয়ের পূর্বেই নিজের হবু স্ত্রীকে নিজের হাতে আংটি পরিধান করায়, সাথে নিয়ে ভ্রমণে যায়, আনন্দ করে, বিয়েতে নির্লজ্জ ভাবে পূর্ণ অবৈধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। মহিলাদের মাঝে ঢুকে অপরিচিত পুরুষ ভিডিও তৈরী করে। খাবার-দাবার তাও আবার চেয়ার টেবিলে। বরং এখনতো আরো অনেক "উন্নত" হতে চলেছে যে, চেয়ারও সরিয়ে নেয়া হয়েছে, শুধু টেবিলের উপর নানা প্রকারের খাবার রাখা হয় আর লোকেরা চলা-ফেরা করে টেবিলের চতুর্পার্শ্বে ঘোরাঘুরি করে পানাহার করে

www.dawateislami.net

থাকে। অথচ এরূপ করা আদৌ সুন্নাত নয়। আপনি ভেবেতো দেখুন যে, আজকাল "বিয়ে করে কার ঘর সুখ শান্তিতে আবাদ হচ্ছে? বিয়ের পর প্রায় প্রত্যেকেই "ঘর ধ্বংসের" শিকারে পরিণত হচ্ছে! কোথাও আবার এমন তো নয় যে, বিয়ের মত পবিত্র ও **আল্লাহ্‌র** রাসুলের খুবই প্রিয় সুন্নাত পালনের অনুষ্ঠানে শরীয়াত বহির্ভূত নিয়মকানুন, কার্যকলাপ আদায়ের কারণে দুনিয়াতেই এর শাস্তি দেয়া হচ্ছে! যদি এ কারণে **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হন তাহলে আখিরাতের শাস্তি কিরূপ ভয়ানক হবে! **আল্লাহ** পাক আমাদেরকে পশ্চিমা সভ্যতা ও ফ্যাশন থেকে মুক্তি দান করে সুন্নাতের প্রতিচ্ছবি বানিয়ে দিক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতে ভরা সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বরকত ও সৌভাগ্যই সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

সে দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলো?

মান্ডান গড়, জেলা রত্নাগরী, মহারাষ্ট্র ভারত এর এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনা, ২০০২ সালের কথা, আমি খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শের কারণে সন্ত্রাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম।

www.dawateislami.net

মানুষদের মার-ধর ও গালিগালাজ করা আমার বদঅভ্যাস ছিল। জেনে শুনে ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলতাম। যে নতুন ফ্যাশন আসতো তা সর্বপ্রথম আমি গ্রহণ করতাম। দিনে কয়েকবার কাপড় পরিবর্তন করতাম। জিন্স এর প্যান্ট ছাড়া অন্য প্যান্ট পরতাম না। লম্পট বন্ধুদের সাথে ঘোরাঘুরি করে অনেক রাতে ঘরে ফিরতাম আর দিনে অনেক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকতাম। এরই মধ্যে বাবার ইন্তিকাল হয়ে যায়। বিধবা মা বুঝালে তখন **আল্লাহ্‌রই** পানাহ মুখে মুখে তর্ক করতাম। একবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কোন এক আমলদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি "জ্বীনদের বাদশাহ্" (মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মুদ্রিত) নামক পুস্তিকা উপহার দিলেন। পাঠ করে খুব ভালো লাগলো। রমযানুল মোবারকে একদিন কোন এক মসজিদে যাওয়ার সৌভাগ্য হলো, তখন ঘটনাক্রমে সবুজ পাগড়ী ও সাদা পোশাক পরিহিত গম্ভীর প্রকৃতির এক যুবকের প্রতি দৃষ্টি পড়লো। জানা গেলো, তিনি এখানে ই'তিকাফে আছেন। তিনি ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিলে আমি বসে পড়লাম। দরসের পর তিনি আমার উপর একক প্রচেষ্টা করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের বরকত সমূহ সম্পর্কে বললেন। ঐ ইসলামী ভাইয়ের পোশাক এতই সাধারণ ছিল যে, কয়েক জায়গায় তালি লাগানো ছিল।

www.dawateislami.net

যখন তাঁর জন্য ঘর থেকে খাবার আসল তাও একেবারে সাধারণ ছিল! তাঁর সাদাসিধা জীবন যাপনের প্রতি আমি খুবই প্রভাবিত হলাম। তাঁর সাথে আমার ভালবাসা সৃষ্টি হলো। তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসা-যাওয়া শুরু করলাম। ঘটনাক্রমে ঈদুল ফিতরের পর ঐ ইসলামী ভাইয়ের বিয়ে ছিল। এ বেচারা গরীব ও নিঃস্ব ছিল কিন্তু অবাক হওয়ার কথা এ ছিল যে, তিনি এ বিষয়ে আমাকে সামান্যও বুঝতে দিলেন না, আর না কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা চাইলেন। আমি আরো বেশী প্রভাবিত হলাম যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ কিরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত ও এটার সাথে সম্পৃক্তরা কিরূপ সাদাসিধা ও আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি ভালবাসা, আমার হৃদয়ে বাসা বাঁধতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত আমি আশিকানে রাসূলের সাথে ৮ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করলাম। আমার মনের দুনিয়া পাল্টে গেল। অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এসে গেল, আর আমি গুনাহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করে নিজেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সোপর্দ করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার উপর মাদানী রং এমনভাবে ছড়ালো যে, এখন আমি আলাকায়ী মুশাওয়ারাত এর খাদিম (নিগরান) হিসাবে আমার এলাকায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজ সমূহের সাড়া জাগাচ্ছি।

www.dawateislami.net

সা-দাগী চাহিয়ে আজেযী চাহিয়ে।
আ-প কো ঘর চলে কাফিলে মে চলো।
খুব খুদ দা-রিয়া আওর খুশ আখলাকিয়া,
আ-য়ে শিখলে কাফিলে মে চলো।
আ-শিকানে রাসুল লায়ে সুন্নাত কে ফুল,
আ-ও লে-নে চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দ্বীন প্রচারের জন্য ইস্ত্রি করা, চমকদার পোশাক ও মাড় দেয়া কাপড়, সুন্দর পাগড়ী শরীফ জরুরী নয়, তালিযুক্ত পোশাক, সাধারণ পাগড়ী শরীফ দিয়েও চলে ------ চলে নয়, বরং দৌড়ায় --------- শুধু দৌড়ায় না এমনকি তাতেতো মাদানী পাখা লেগে যায়, আর মদীনায়ে মুনাওয়ারার দিকে উড়া শুরু করে! সাধারণ পোশাকের কথা কি বলব!

সাদাসিধা পোশাকের ফযীলত

কাফিরদের অনুকরণে ফ্যাশনকারী, সর্বদা সাজ-সজ্জাকারী, নিত্য নতুন ডিজাইন ও নানা ধরণের সাজগোজের পোশাক পরিধানকারীরা যদি সাদাসিধা জীবনযাপন গ্রহণ করে নেয় তবে উভয় জগতে সফলকাম হয়ে যাবে। এবার

www.dawateislami.net

সাদাসিধা পোশাক পরিধানের ফযীলত শুনুন ও খুশীতে আন্দোলিত হোন। **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উন্নত পোশাক পরিধান করাকে বিনয়ের কারণে ত্যাগ করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে কারামাতের হুল্লাহ্ (অর্থাৎ-জান্নাতী পোশাক) পরিধান করাবেন। (আবূ দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৭৭৮)

ফ্যাশন পূজারীরা! সাবধান!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আন্দোলিত হোন! ধন সম্পদ আছে, উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধানের সামর্থ্য আছে, তবুও **আল্লাহ পাক** এর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে সাদাসিধা পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তি জান্নাতী পোশাক লাভ করবে আর এটা দিবা লোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যে জান্নাতের পোশাক পাবে সে নিশ্চিতভাবে জান্নাতেও যাবে। মানুষের উপর প্রভাব ফেলার জন্য, আমীর সূলভ ভাব দেখানোর উদ্দেশ্যে লালনকারী ও শুধুমাত্র নিজের নফসের জন্য মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য, (অন্যদের চেয়ে ভিন্ন) আকর্ষণীয় ও আড়ম্বর পোশাক পরিধানকারীরা পড়ুন আর ব্যথিত হোন: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত;

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দুনিয়াতে যে খ্যাতির পোশাক পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তাকে অপমানের পোশাক পরিধান করাবেন।" **(ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩, হাদীস নং-৩৬০৬)**

খ্যাতির পোশাক কাকে বলে?

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীসে পাক প্রসঙ্গে বলেন: "অর্থাৎ এমন পোশাক পরিধান করা যে, লোকেরা ধনী মনে করে বা এমন পোশাক পরিধান করা যে, যাতে লোকেরা নেককার পরহেযগার মনে করে। এ উভয় প্রকারের পোশাক, খ্যাতির পোশাক। মোটকথা যে পোশাকে এ নিয়্যত থাকে যে, লোকেরা তাকে সম্মান করুক এটা খ্যাতির পোশাক। মিরকাত প্রণেতা বলেন: "তামাস যুক্ত পোশাক পরিধান করা যাতে লোকেরা হাসে, এটাও খ্যাতির পোশাক।"

(মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই এটা খুবই কঠিন পরীক্ষা। পোশাক পরিধানে খুবই চিন্তা ভাবনা করা ও লোক দেখানো থেকে বাঁচা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া যে ব্যক্তি মানুষদেরকে নিজের সাদাসিধা জীবনযাপনের প্রতি আকৃষ্ট

www.dawateislami.net

করার জন্য সাদাসিধা পোশাক ও পাগড়ী এবং চাদর ইত্যাদি পরিধান করে, সে রিয়াকারী ও জাহান্নামের ভাগীদার। আমরা **আল্লাহ পাক** থেকে ইখলাসের (শুধু **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য যে কোন কাজ করার) ভিক্ষা প্রার্থনা করছি।

মেরা হার আমল বাছ তেরে ওয়াসেতে হো,
কর্ ইখলাছ এইছা আতা ইয়া ইলাহী।
রিয়াকারীয়ু ছে ছিয়াকারীয়ু ছে,
বাঁচা ইয়া ইলাহী, বাঁচা ইয়া ইলাহী।

টিপটাপ পোশাক পরিধানকারীদের জন্য চিন্তার বিষয়!

ফ্যাশনের প্রেক্ষিতে প্রতিদিন নতুন নতুন পোশাক পরিধানকারীরা, সামান্য ফ্যাশন পরিবর্তন হলে বা কাপড় সামান্য পুরাতন হলে কিংবা কোথাও সামান্যটুকু ফেটে গেলে জোড়া লাগিয়ে তা পরিধান করাকে তুচ্ছ জ্ঞান মনে কারীরা এ বর্ণনা বার বার পড়ুন: আবু উমামা ইয়াস বিন সালাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা কি শুন না? তোমরা কি শুন না? কাপড় পুরাতন হওয়া ঈমানের অংশ, নিশ্চয় কাপড় পুরাতন হওয়া ঈমানের অংশ।" (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১৬১) এ বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত সায়্যিদুনা শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সাজসজ্জা পরিত্যাগ করা ঈমানদারদের উত্তম বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।" (আশি'আতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

তালিযুক্ত পোশাকের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন কাইস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বরকতময় খিদমতে আরজ করা হলো: আপনি আপনার কাপড়ে তালি কেন লাগান? বললেন: এতে অন্তর নরম থাকে আর ঈমানদার ব্যক্তি এর অনুসরণ করে (অর্থাৎ ঈমানদারের অন্তর নরমই হওয়া উচিত)। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৫৪)

দাঁড়িয়ে খাওয়া কেমন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে পান করতে ও দাঁড়িয়ে খেতে নিষেধ করেছেন।"

(মাজমাউ'য্ যাওয়ায়িদ, ৫ম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৯২১)

দাঁড়িয়ে খাওয়ার ডাক্তারী ক্ষতি

ইতালীর এক খাদ্যবিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বর্ণনা, "দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়ার কারণে প্লীহা ও হৃদরোগ ছাড়াও মানসিক রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমনকি অনেক সময় মানুষ

www.dawateislami.net

এমনভাবে পাগল হয়ে যায় যে, নিজের পরিচয় পর্যন্ত ভুলে যায়।”

ডান হাতে পানাহার করুন

ডান হাতে পানাহার করা সুন্নাত। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: **আল্লাহ পাকের আখেরী নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যখন কেউ খাবার খাবে তখন ডান হাতে খাবে আর যখন পানি পান করবে তখন ডান হাতে পান করবে।”

(মুসলিম, ১১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৭৪)

শয়তানের রীতিনীতি

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তোমরা কেউ বাম হাতে খাবার খাবে না, পান করবে না। কারণ বাম হাতে পানাহার করা শয়তানের রীতিনীতি (পদ্ধতি)। **(মুসলিম, ১১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৭৪)**

ডান হাতেই আদান প্রদান করুন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম,**

www.dawateislami.net

শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের প্রত্যেকে ডান হাতে খাবে ও ডান হাতে পান করবে আর ডান হাতে নেবে ও ডান হাতে দেবে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে এবং বাম হাতে দেয় ও বাম হাতে নেয়।"

(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৬৬)

প্রত্যেক কাজে বাম হাত কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আজকাল আমরা দুনিয়ার ধোঁকায় এমনভাবে নিকৃষ্টতর হয়ে গেছি যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের দিকে আমাদের মনোযোগ থাকে না। মনে রাখবেন! হাদীসে মোবারকায় রয়েছে: মানুষের শিরা উপশিরার মধ্যে রক্তের সাথে শয়তান সাঁতার কাঁটে। (মুসলিম, ১১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১৭৪) এটা স্পষ্ট যে, সে (শয়তান) আমাদেরকে সুন্নাতের দিকে কিভাবে যেতে দেবে? আমরা এমন হয়ে গেছি যে, যদিও আমরা ডান হাতেই খাবার খাই কিন্তু তবুও বাম হাতে কিছু দানা মুখে পুরেই নেয়া হয়। খাওয়ার সময় যেহেতু ডান হাতে খাদ্য লেগে থাকে তাই পানি বাম হাতেই পান করে নেই। চা পান করার সময় কাপ ডান হাতে আর প্লেইট বাম হাতে নিয়ে চা পান করে নেই।

www.dawateislami.net

কাউকে পানি পান করানোর সময় জগ ডান হাতে থাকে ও গ্লাস বাম হাতে, আর বাম হাতে গ্লাস অন্যদেরকে দেই। "হায়াতে মুহাদ্দিসে আযমে পাকিস্তান" হযরত মওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেয়া ও দেয়াতে ডান হাত ব্যবহার করো, (যেন) এ অভ্যাস এমন পাঁকাপোক্ত হয়ে যায় যে, কাল কিয়ামতের দিনে আমল নামা পেশ করা হলে তখন এ অভ্যাস অনুযায়ী ডান হাত যেন সামনে অগ্রসর হয়ে যায়, তাহলে তো সফলকাম হয়ে যাবে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনোযোগ দিন, আর দেখুন **প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বাম হাতে পানাহার কিরূপ অপছন্দনীয়। যেমন-

তোমার ডান হাত যেন কখনো না উঠে!

হযরত সায়্যিদুনা সালামা বিন আকওয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি **রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে বাম হাতে খাবার খেলো, তখন **রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ডান হাতে খাও", সে বলল: আমি ডান হাতে খেতে পারি না। (গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত **প্রিয় নবী প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বুঝে

www.dawateislami.net

গেলেন যে, সে অহংকার বশতঃ একথা বলছে সুতরাং) রাসুল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا اسْتَطَعْتَ অর্থাৎ- তোমার ক্ষমতা না হোক।" (উদ্দেশ্য হলো, তোমার ডান হাত কখনো না উঠুক) ঐ (বদনসীব) অহংকার বশতঃ ডান হাতে খাবার খেতে অস্বীকার করেছিলো, তাই এরপর তার ডান হাত কখনো মুখের দিকে উঠাতে পারে নি। (অর্থাৎ- তার ডান হাত অকেজো হয়ে গেল) (মুসলিম, ১১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০২১)

উও জবা জিছকো ছব কুনকি কুঞ্জি কহে
উছ কি না-ফিয হুকুমত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩০২ পৃষ্ঠা)

তোমার চেহারা বিগড়ে যাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যের চির স্বাক্ষর যবানে পাকের এ শান রয়েছে; যা কিছু বলতেন তা হয়ে যেত। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মর্যাদাতো অনেক মহান, এবার একটু তাঁর গোলামদের ঘটনা শুনুন। যেমন- এক মহিলা প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে উঁকি মেরে দেখতো। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনেকবার তাকে নিষেধ করলেন, কিন্তু সে বিরত হলো না। একদিন

www.dawateislami.net

যখন সে অভ্যাস অনুসারে উঁকি মেরে দেখল তখন তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারামাত পূর্ণ মুখ থেকে এ কথা বের হলো, شَاهَ وَجۡهُكِ অর্থাৎ "তোমার চেহারা বিকৃত হয়ে যাক" সুতরাং তখনই তার চেহারা মাথার পেছনের দিকে ফিরে গেল।

(জামে কারামাতে আউলিয়া, ১ম খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা)

মাহফুয শাহা রাখ্না ছাদা বে-আদাবু ছে,
আওর মুঝছে ভী ছরজদ না কভী বে-আদাবী হো।

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই মকবুল যবানের এ প্রভাব মূলতঃ **নবী করীম হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়ারই ফল ছিল। যেমন- জামে তিরমিযী প্রমুখ হাদীসের কিতাবে রয়েছে: **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করলেন:

اَللّٰهُمَّ اِسۡتَجِبۡ سَعۡدًا اِذَا دَعَاكَ

অর্থাৎ **"হে আল্লাহ পাক!** যখনই সা'দ তোমার কাছে দোয়া করে, তুমি কবূল করে নিও।"

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৭৭২)

মুহাদ্দিসিনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰه বলেন: "সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখনই দোয়া করতেন, (তা) কবূল হয়ে যেতো।" **(জামে' কারামাতে আওলিয়া, ১ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

ইজাবত কা সোহরা ইনায়াত কা জোড়া
দুলহান বনকে নিকলী দুআয়ে মুহাম্মদ
ইজাবত নে ঝুক কর গলে ছে লাগায়া
বড়ী না-য ছে জব দোয়ায়ে মুহাম্মদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মহান শান রয়েছে, সাহাবাদের গোলামদের অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরামগণও رَحِمَهُمُ الله মহান মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। যেমন-

হে আল্লাহ্! সাবাহিকে অন্ধ করে দাও

প্রসিদ্ধ আলিম ও মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক লক্ষ হাদীসের হাফিয ছিলেন। মিসরের শাসক উ'ব্বাদ বিন মুহাম্মদ তাঁকে কাযী বানাতে চাইলে তখন তিনি কাযীর পদ থেকে বাঁচার জন্য কোথাও লুকিয়ে গেলেন। এক হিংসুক "ছাবাহি" মিথ্যা চোগলখুরী করে শাসককে বলল: "আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব নিজেই আমার নিকট কাযী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল কিন্তু এখন ইচ্ছাকৃতভাবে আপনার অবাধ্য হয়ে লুকিয়ে আছে।" এতে শাসক রাগান্বিত হয়ে তাঁর মহান মর্যাদাপূর্ণ ঘরটি ধ্বংস করে দিল। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন

www.dawateislami.net

ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জালালী অবস্থায় **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: **"ইয়া ইলাহী!** "ছাবাহিকে অন্ধ করে দাও।" সুতরাং ৮ম দিনে ঐ "ছাবাহি" অন্ধ হয়ে গেল। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মধ্যে সর্বদা **আল্লাহ পাকের** ভয় ভীতির ভাব বিরাজ করতো। একবার কিয়ামতের আলোচনা শুনে তাঁর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হলো আর তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। হুশ ফিরে আসার পর শুধুমাত্র কয়েকদিন বেঁচে ছিলেন আর এ সময়ের মধ্যে কোন কথা-বার্তা বলেননি। ১৯৭ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

(তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

আউলিয়া কা জো কুয়ি হো বে-আদব
নাযিল উছপে হো-তা হায় কহরো গযব।

ইয়া রব্বে মুস্তফা! আমাদেরকে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আওলিয়ায়ে ইযামগণের رَحِمَهُمُ الله সত্যিকারের সম্মান করার তাওফিক দান করো। তাঁদের সাথে বে আদবী ও তাদের সাথে বেআদবীকারীদের অনিষ্ট থেকে সর্বদা আমাদেরকে হিফাযত করো এবং তোমার প্রিয় হাবীবের সত্যিকারের আশিক

www.dawateislami.net

বানিয়ে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া রব মাই তেরে খওফ ছে রো-তা রহো হরদম
দিওয়ানা শাহানশাহে মদীনা কা বানা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহিবে মাযারের একক প্রচেষ্টা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে বুযুর্গানে কিরামগণের অনেক সম্মান করা হয়, বরং বাস্তব সত্য এটাই যে **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহক্রমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**, ফয়যানে আউলিয়া তথা আউলিয়া কিরামগণের দয়ার বদৌলতেই চলছে। যেমন- এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনানুযায়ী এক সাহিবে মাযার "ওলি **আল্লাহ**" কিভাবে মাদানী কাফেলার জন্য একক প্রচেষ্টা করেছেন তারই ঈমান তাজাকারী একটি ঘটনা এখানে নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করছি; اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসুলদের একটি মাদানী কাফেলা চাকওয়াল পাঞ্জাব এর মুযাফ্ফারাবাদ এবং তার আশে পাশের গ্রামসমূহে সুন্নাতের বাহার ছড়াতে ছড়াতে "আনওয়ার শরীফ" নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে সাথে সাথে চার ইসলামী ভাই তিনদিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার উদ্দেশ্যে আশিকানে রাসুলের

www.dawateislami.net

সাথে শরীক হয়ে গেলেন। এ চারজনের মধ্যে "আনওয়ার শরীফের "সাহিবে মাযার" বুযুর্গ এর বংশধরের এক ছেলেও শামিল ছিলেন। মাদানী কাফেলা জাঁকজমকের সাথে নেকীর দাওয়াত দিতে দিতে "ঘড়ি দো পাট্টা" পৌঁছলেন। যখন "আনওয়ার শরীফবাসীদের তিনদিন পূর্ণ হলো তখন সাহিবে মাযারের বংশধর ছেলেটি বললেন: "আমি তো ভাই বাড়ী ফিরে যাব না। কেননা আজ রাতে আমি আপন "হযরত" رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বলছিলেন: "বৎস! ঘরে ফিরে যেওনা, মাদানী কাফেলার ইসলামী ভাইদের সাথে আরো সফর করতে থাকো। সাহিবে মাযার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একক প্রচেষ্টার এ ঘটনা শুনে মাদানী কাফেলায় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল; সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনাতে মদীনার ১২ চাঁদের চমক লেগে গেল এবং আনওয়ার শরীফ থেকে আগত চার ইসলামী ভাই পুনরায় মাদানী কাফেলায় আবারো সফর শুরু করে দিলেন।

দে-তে হে ফয়যে আ-ম আউলিয়ায়ে কিরাম।
লুটনে ছব চলে কাফিলে মে চলো।
আউলিয়া কা করম, তুমপে হো লা জারাম।
মিলকে ছব চল পড়ে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

স্বপ্নযোগে মাদী ঘোড়া তুহফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন **আল্লাহ্র** ওলীর ইন্তিকালের পর স্বপ্নে পথ নির্দেশনা দেয়া কোন অদ্ভুত বিষয় নয়। **আল্লাহ পাকের** দয়াতে তারা অনেক কিছু করতে পারেন। যেমন-খাজা আমীর খর্দ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সুলতানুল মাশায়িখ হযরত সায়্যিদুনা মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: গিয়াসপুরে থাকার পূর্বে আমি এক কোশ (অর্থাৎ প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে) কিলোঘরীর মসজিদে জুমার নামায পড়তে যেতাম। একবার এভাবে জুমার নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন গরম হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিল আর আমি রোযাবস্থায় ছিলাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল, তাই আমি এক দোকানে বসে পড়লাম। আমার মনে হলো, যদি আমার কাছে কোন বাহন থাকত তবে সুবিধা হতো। এরপর শায়খ সাদীর এ শের (কবিতা) আমার মুখে এলো:

مَاقَدَمْ اَزْ سَرْ کُنِيْمْ دَرْ طَلَبِ دوْسْتاں

رَاهْ بَجَاۓ بُرَدْ هَر که بَاَقْدَامْ رَفْت

অর্থাৎ আমরা বন্ধুদের প্রত্যাশায় মাথাকে পা বানিয়ে চলি,
কারণ যে এ রাস্তায় পা দিয়ে চলে, সে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না।

আমি অন্তরে আসা "বাহনের" খেয়াল থেকে তাওবা করলাম। এ ঘটনা ঘটার তিনদিন অতিবাহিত হয়েছিল, "খলীফা মালিক ইয়ার পারা" আমার জন্য একটি মাদী ঘোড়া নিয়ে আসলেন আর বলতে লাগলেন: আমি ধারাবাহিকভাবে তিন রাত স্বপ্নে দেখছি যে, আমার শায়খ (পীর) আমাকে বলছেন, "অমুককে ঘোড়া দিয়ে আস।" তাই ঘোড়া নিয়ে এসেছি আপনি তা গ্রহণ করুন। আমি বললাম: নিশ্চয় আপনার শায়খ আপনাকে বলেছেন, কিন্তু যতক্ষণ আমার শায়খ আমাকে বলবেন না ততক্ষণ আমি এ ঘোড়া গ্রহণ করব না। ঐ রাতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বলছেন: মালিক ইয়ার পারা'র সন্তুষ্টির জন্য ঐ ঘোড়া গ্রহণ করো। পরের দিন তিনি এ ঘোড়া নিয়ে আসলে তখন আমি সেটাকে মালিকের দান মনে করে গ্রহণ করলাম। (সিইয়ারুল আউলিয়া, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুধুমাত্র নিজের পাশ থেকে খাবেন

এক বাসনে যখন একই ধরণের খাবার থাকবে তখন নিজের পাশ থেকে খাওয়া সুন্নাত। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

ওমর বিন আবু সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি ছোট্ট ছিলাম আর **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালনে ছিলাম। (তিনি উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বের স্বামীর ঘরের সন্তান ছিল।) (আমি) খাওয়ার সময় বাসনের চতুর্দিকে হাত দিতাম। **প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "بِسۡمِ اللّٰہ পড়ো এবং ডান হাতে খাও আর প্লেইটের ঐদিক থেকে খাও, যেটা তোমার নিকটবর্তী রয়েছে।"

(সহীহ্ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৩৭৬)

মাঝখান থেকে খেয়োনা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় বরকত খাবারের মধ্যভাগে অবতীর্ণ হয়, সুতরাং তোমরা এক পাশ থেকে খাবার খাও আর মাঝখান থেকে খেয়ো না।"

(তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮১২)

www.dawateislami.net

আপনিতো মাঝখান থেকে খান না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখুন, এ সুন্নাতের উপর আপনি আমল করেন কি না? আমার অনেকবার দৃষ্টি পড়েছে যে, আমলদার দৃষ্টিগোচর হয় এমন লোকদের অনেকেই এ সুন্নাতের উপর আমল করা থেকে বঞ্চিত! যাকে ভালভাবে লক্ষ্য করবেন, দেখবেন সেও খাবারের বড় থালা বা তরকারীর বাটি ইত্যাদির মাঝখান থেকেই শুরু করে। জানিনা এরকম হয় কেন? এমনতো নয় যে, বরকত থেকে বঞ্চিত করার জন্য শয়তান তাদের হাত ধরে খাবারের মাঝখানে ঢেলে দেয়! বাস্তবতা এযে, শয়তান এ বিষয়ে চেষ্টায় লেগে থাকে যে, মুসলমান যাতে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "খাবারের বাসনের মাঝখানে **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণ হয়। মাঝখান থেকে খাওয়া লোভীদের আলামত, লোভী রহমতে ইলাহী থেকে বঞ্চিত।" এ হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো; মুসলমানদের খাওয়ার সময়ও রহমতের বৃষ্টি অবতীর্ণ হয়ে থাকে। বিশেষতঃ যখন সুন্নাতের নিয়্যতে খাওয়া হয়।

(মিরআত, শরহে মিশকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩,৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অন্যকে লজ্জা থেকে বাঁচান

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন দস্তরখানা বিছানো হয়, তখন প্রত্যেকে যেন নিজের পাশ থেকে খান আর নিজের সাথে আহারকারীর সামনে থেকে না খায় এবং থালার মাঝখান থেকেও খেও না, (কারণ বরকত ঐদিক থেকেই আসে) আর কেউই দস্তরখানা উঠানোর পূর্বে উঠবে না আর নিজের হাতও থামাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সকলে নিজের হাত থামিয়ে না নেয় যদিও পরিতৃপ্ত হয়ে যাও। মানুষের সাথে লেগে থাকো (অর্থাৎ খেতে থাকো) কারণ তার হাত থেমে যাওয়াটা অন্যদের জন্য লজ্জার কারণ হবে এবং তারা নিজেদের হাত থামিয়ে নেবে, অথচ হয়তো তাদের এখনো আরো খাওয়ার প্রয়োজন আছে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৬৪)

মাঝখানে বরকতের অর্থ

বিখ্যাত মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: পাত্রের কিনারা থেকে নিজের সামনের দিক থেকে খান। মাঝখান থেকে খাবেন না,

www.dawateislami.net

কারণ পাত্রের মাঝখানে বরকত অবতীর্ণ হয়ে থাকে (আর তা) সেখান থেকে কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে। যদি আপনি মাঝখান থেকে খাওয়া শুরু করে দেন তাহলে আবার এমন যেন না হয় যে, সেখানে বরকত আসাই বন্ধ হয়ে যায়। মোটকথা, বরকত অবতীর্ণ হওয়ার জায়গা একটি আর বরকত নেয়ার জায়গা অন্যটি। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

খাওয়ার পাঁচটি সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত হাদীসে মোবারকার খাওয়ার পাঁচটি সুন্নাত বর্ণনা করা হয়েছে: (১) নিজের সামনে থেকে খাবেন (২) কেউ সাথে খেলে, তার সামনে থেকে খাবেন না (৩) থালার মাঝখান থেকে খাবেন না (৪) প্রথমে দস্তরখানা উঠানো হলে এরপর আহারকারীরা উঠবেন (আফসোস! আজকাল প্রায়ই বিপরীত নিয়ম দেখা যায় অর্থাৎ- প্রথমে আহারকারীরা উঠেন এরপর দস্তরখানা উঠানো হয়) (৫) অন্যরাও যদি খাবারে অংশ নেন তবে ততক্ষণ পর্যন্ত হাত থামাবেন না, যতক্ষণ সবাই শেষ না করেন। আফসোস! খাবারের বর্ণনাকৃত এসব সুন্নাতের উপর আমলকারী এখন দেখা যায় না। সুন্নাত শেখা ও সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে সুন্নাতের উপর আমল করার

www.dawateislami.net

সংকোচবোধ দূর করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং সেখানে সেসব সুন্নাতের অনুশীলন করুন। اِنْ شَآءَ الله মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে সুন্নাতের উপর আমল করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে মুক্তিলাভ

মাদানী কাফেলার বরকত সম্পর্কে কী বলব! এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে: আমি অনেক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতাম। আমি আশিকানে রাসুলের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলার বরকতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গেল। এখন স্বপ্নে কখনো কখনো নিজেকে নামাযে মশগুল দেখি, কখনো তিলাওয়াতে, স্বপ্নে আমার প্রিয় মদিনা শরীফের যিয়ারত নসীব হলো।

খোয়াব মে ডর লাগে, বুঝ দিল পর লাগে,
খুব জলওয়ে মিলে, কাফিলে মে চলো।
হোগী হাল মুশকিলে, কাফিলে মে চলো,
পা-ওগে রাহাতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! يَامُتَكَبِّرُ ২১ বার। শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ, শোয়ার সময় পড়ে নিলে اِنْ شَآءَ الله ভয়ংকর স্বপ্ন দেখবে না।

www.dawateislami.net

মাঝখান থেকে খেয়োনা

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় বরকত খাবারের মধ্যভাগে অবতীর্ণ হয়, সুতরাং তোমরা এক পাশ থেকে খাবার খাও আর মাঝখান থেকে খেয়ো না।"

(তিরমিযী, ৩/৩১৬, হাদীস: ১৮১২)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net